অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর অঞ্চল প্রধান সম্মেলন-২০১০
গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

তারিখ ঃ ০৩/০২/২০১০
সময় ঃ সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকা
স্থান ঃ ঢাকা শেরাটন হোটেল (উইন্টার গার্ডেন) ।

শুরুতে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ।

একদিকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের জোর প্রচেষ্টা অপরদিকে, বিশ্ব আর্থিক খাতের বিপর্যয় সূত্রে দেশের আর্থিক খাতকে সচল রাখার জন্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে আজকের এ অঞ্চল প্রধান সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় এ ধরনের সম্মেলন আয়োজন করার জন্যে আমি উদ্যোক্তাদেরকে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

০১। **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান তথা সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনের জন্যে যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা সর্বজনবিদিত** । তবে, তাদের ব্যাংকিং ব্যবসা সর্বক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নিরিখ ও পরিণামদর্শিতার নীতি অনুসারে পরিচালিত না হওয়ায় এ ব্যাংকগুলো বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন । তাছাড়া, উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য উৎসাহ ও প্রণোদনার অভাবে, প্রয়োজনীয় জনশক্তির বিকাশের অভাবেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো বেশ খানিকটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে । সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ব্যাংকিং খাতে আমানত ও ঋণের বিবেচনায় এ ব্যাংকগুলোর মার্কেট শেয়ার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৭ ও ২৩ শতাংশ । পক্ষান্তরে, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মার্কেট শেয়ার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬০ ও ৬৫ শতাংশে । অথচ, এক দশক আগে এ চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ।

০২। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে আপনাদের ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। সার্বিক মুনাফা অর্জন, রেমিটেন্স সংগ্রহসহ নানা বিষয়ে আপনাদের অগ্রগতি প্রশংসার দাবি রাখে। ব্যাংকটির credit rating এবং CAMELS rating এর যথেষ্ট উন্নয়নের জন্যে ধন্যবাদ । **এরপরও আপনাদের ব্যাংকের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে । যেমন-**

ক) আপনাদের খেলাপি ঋণ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও খেলাপি ঋণের হার সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের হার (১০.৫০%) অপেক্ষা অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে (কর্মচারী ঋণসহ ১৯.৪২%, নীট ৪.৮৮%) রয়েছে ।

খ) আপনাদের ৯৬টি শাখা এখনো লোকসানবাহী । তবে একথাও মনে রাখা চাই ২০০৪ এ সংখ্যা ছিল ৪৪৬ ।

গ) আপনাদের ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর সেবার মানও কাঙ্খিত পর্যায়ে নেই বলে প্রায়শই অভিযোগ পাওয়া যায় । বিশেষ করে তৃণমূলের শাখাগুলোর প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং নৈতিক মূল্যবোধের অভাবের কারণে উন্নত সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদের কাছে প্রায়ই খবর আসছে ।

ঘ) বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গড়ে তোলার জন্যে মোট জনশক্তিকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে না পারার বিষয়টিও আপনাদের ব্যাংকের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে । তবে এ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । বিজনেস সেশনগুলোতে নিশ্চয় এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করবেন ।

চলমান পাতা/২

০৩। অথচ, সারা দেশে আপনাদের রয়েছে সুবিস্তৃত ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক (৮৬৭টি) । এছাড়া, আপনাদের রয়েছে প্রায় ১১,৫০০ দক্ষ জনবল । আপনারা জানেন, বিকাশমান দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো প্রথাগত দায়িত্বের পাশাপাশি development role অর্থাৎ উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে । উদাহরণস্বরূপ আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দেশের কৃষি উন্নয়ন, এসএমই এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের উন্নয়নে প্রভূত অবদান রেখেছে । অনুরূপভাবে, দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরাও বহুমুখী প্রয়াস নিচ্ছি । আর্থিক সেবার পরিসরে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তি (financial inclusion) প্রশস্ততর করার লক্ষ্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) উন্নয়নের জন্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি । ফলে, এ সমস্ত উন্নয়ন কার্যক্রমে আপনাদের সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং জনবলকে কৌশলগত সুযোগ হিসেবে (strategic opportunities) কাজে লাগানোর ব্যাপক অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

০৪। এখন আমি অঞ্চল প্রধানদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা বলতে চাই । **আপনারা হচ্ছেন, প্রধান কার্যালয় এবং শাখাগুলোর সেতু-বন্ধন বা সমন্বয়কারী । ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি, এসএমই এবং এ ধরনের অগ্রাধিকার খাতের উন্নয়নে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তা বাস্তবায়নে আপনাদের ভূমিকাই প্রধান ।** এজন্যে সুনির্দিষ্টভাবে আপনাদের নিকট আমার আহবান হলো ঃ

ক) শাখা পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা আঞ্চলিক কার্যালয় পর্যায়ে মনিটর করবেন । এতদ্‌উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়ে কৃষি ঋণ মনিটরিং ইউনিট গঠন করবেন। মনিটরিং ইউনিটের সদস্যবৃন্দ তাদের স্ব-স্ব আওতাধীন এলাকায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শন করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন । পরিদর্শনকালে কৃষকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা, ঋণ গ্রহণেচ্ছুক উদ্যোক্তাগণ ঋণ গ্রহণকালে যাতে অযথা হয়রানির স্বীকার হচ্ছেন কিনা, তেল বীজ ও মশলা জাতীয় ফসলে রেয়াতী হারে (২%) ঋণ প্রদান করা হচ্ছে কিনা, প্রকৃত কৃষকগণ সহজে ও সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়গুলো আপনারা তদারক করবেন ।

খ) আপনারা ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও শাখাগুলোর ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন । নিয়মিত মনিটরিং এর অংশ হিসেবে আপনারা শাখাসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে সময় সময় সভা করবেন, কৃষি ঋণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করবেন, শাখাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা এবং শাখার বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সহায়তা করবেন । স্থানীয় গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবেন ।

০৫। উন্নয়ন কর্মকান্ডে কৃষকের যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে **নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণপূর্বক কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলার জন্যে আমরা গত ১৭ জানুয়ারি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছি** । এ নির্দেশ পরিপালন করার জন্যে ০১ ফেব্রুয়ারি এ মর্মে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে, কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শিগগিরই শুরু হবে । এমতাবস্থায়, কৃষকদের জন্যে ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রদত্ত নির্দেশনা ব্যাংকগুলোর সকল শাখায় প্রেরণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে । **প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ হিসেবে হিসাব খোলার পর্যাপ্ত ফরম প্রস্তুতসহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন**

চলমান পাতা/৩

করতঃ কৃষককে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীর ব্যক্তিগত তদারকী নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে । আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে অঞ্চল প্রধানরা প্রধান নির্বাহীকে কার্যকরী সহযোগিতা প্রদান করতে এগিয়ে আসবেন । কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে । প্রযুক্তির এ ব্যবহার ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি । ফলে, মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবহার কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আমরা ভাবছি ।

০৬। **কৃষি ঋণের মতো এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে খুব শিগগিরই আমরা একটি বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা করবো । এ জন্যে ব্যাংকগুলো হতে ইতোমধ্যেই নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা (indicative target) সংগ্রহ করা হয়েছে । এ কর্মসূচিতে অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন ক্লাস্টারে ঋণ বিতরণের জন্যে ব্যাংকগুলোকে আহ্বান করা হবে । SME খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে আরো বেশি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার আহ্বান করা হবে । কৃষি ঋণের মতো এসএমই ঋণের ক্ষেত্রেও আপনারা পর্যাপ্ত মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন বলে আমি আশা করি।** অন্যান্য ব্যাংকের চেয়ে আপনারা খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন । SME অর্থায়নে রয়েছে আপনাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ইতিহাস, রয়েছে আলাদা এসএমই financing subsidiary । তাই, এই সুযোগের পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার করবেন বলে আমার বিশ্বাস ।

সামগ্রিকভাবে আপনাদের জন্যে আমি আরো কয়েকটি পরামর্শ রাখতে চাই ঃ

০৭। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে আপনাদের সেবার মান আরো বাড়াতে হবে । দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে । বিপুল পরিমান অনাদায়ী ঋণ ব্যাংকসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি স্বরূপ । ফলে, অনাদায়ী খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে । কর্পোরেটাইজেশন এর পর ঋণ কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে হবে । যুক্তিসিদ্ধ ব্যবসায়িক নিরিখ/নীতির ভিত্তিতে তহবিল ব্যবস্থাপনায় যেমন মনোযোগী হতে হবে তেমনি নতুন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন এ ঋণগুলোও খেলাপী না হয়ে পড়ে । এ ব্যাপারে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কঠোর মনিটরিং-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে । ঋণ পুনঃতফসিল প্রক্রিয়ার যেন অপব্যবহার না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে । সুদ মওকুফের বিষয়টিও ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষা ও সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে । এছাড়া, জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধে ব্যাংকের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করতে হবে । রেমিট্যান্স আহরণে যোগ্য ভূমিকা পালনকারী কর্মকর্তাগনকে আপনারা পুরস্কৃত করতে পারেন ।

পরিশেষে, সততা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্যে আপনাদের আহ্বান করছি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতারও আশ্বাস দিচ্ছি । বিশেষ করে, আপনাদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো অর্জনে আপনাদের পর্ষদের প্রচেষ্টাকে আমি আমার সর্বোচ্চ সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছি ।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি ।

***